হরফের ছড়া

ফররুখ আহ্‌মদ

হরফের ছড়া

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ

হরফের ছড়া

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ

প্রকাশক
এস,এম রইসউদ্দীন
পরিচালক (ইনচার্জ)

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম অফিস ঃ নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩
ঢাকা অফিস ঃ ১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। ফোন ঃ ৯৫৬৯২০১

স্বত্ব
প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

তৃতীয় সংস্করণঃ জানুয়ারী ২০০৬

মুদ্রাকর
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি (প্রিন্টিং প্রেস) লিঃ
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। ফোন ঃ ৯৫৬৯২০১

প্রচ্ছদ
আরিফুর রহমান

প্রচ্ছদ ও ভেতরের ছবি অংকন
এ. মুক্‌তাদির

গ্রাফিক্‌স
কালার ক্রিয়েশন
১৩১, ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, ঢাকা-১০০০

মূল্য ঃ ৪৮.০০ টাকা

000163

প্রাপ্তিস্থান ঃ
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
১৫০-১৫১, গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা।
৩৮/৪, মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা।

HARAFER CHHARA- by Farrukh Ahmad : Published by S.M. Raisuddin (Director Incharge)
Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125, Motijheel Commercial Area, Dhaka-1000.
Phone-9569201, Dhaka, Bangladesh. Price Tk. 48.00 US$ 2. ISBN.-984-493-042-1

প্রকাশকের কথা

প্রকাশকের কথা দেশ ও জাতির আশা আকাঙ্খার সোনালী কলি শিশুদের জীবন গড়ার পয়লা পাঠ **হরফের ছড়া** বইটি প্রকাশ করে কচি-কোমল প্রিয় শিশুদের হাতে তুলে দেয়ার সক্ষমতার আনন্দে আমরা পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার অশেষ রহমতের শুকরিয়া আদায় করছি।

কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ-এর এ বইটি ইতিপূর্বে ১৯৬৯ সালে তৎকালীন একটি জাতীয় প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হয়েছিলো। কিন্তু নানা প্রতিকূলতা এবং উদ্যোগহীনতার কারণে গত ৩১ বছরে শিশুদের উপযোগী এই বইটি প্রকাশিত হয়নি। সম্প্রতি বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ সময়ের তাগিদ ও প্রয়োজনের আঙ্গিকে নতুনতর বিন্যাসে বইটি প্রকাশ-সংযোজনে উদ্যোগী হয়ে দায়িত্বে আঞ্জাম দিয়েছে। আমাদের এ প্রয়াস দেশের সম্মানিত অভিভাবকগণের উত্তরসুরীদের পাঠজ্ঞানের ক্ষেত্রে চাহিদা পূরণে সক্ষমতাই আমাদের প্রাপ্তি বলে মনে করবো।

পরিবার, সমাজ, জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক পরিসরে আমাদের সম্ভাবনাময় আশার সেনানীদের বর্ণ-প্রবাহে সত্য সুন্দর, জ্ঞানদীপ্ত জীবন গড়তে কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ-এর **হরফের ছড়া** বইটি ইন্‌শাআল্লাহ সফল হবে, এর সুন্দর বিবেচনা সম্মানিত অভিভাবকদের চেতনায় রেখে সহযোগিতার প্রত্যাশা করছি।

আল্লাহ হাফিজ

এস,এম রইসউদ্দীন
পরিচালক (ইনচার্জ)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

ভূমিকা

হরফ দিয়েই ভাষার শুরু। যারা ভাষা লিখতে ও পড়তে শিখবে হরফ তাদের জন্য। যত সহজ, সুরেলা, বৈচিত্রময় হবে ততই তাদের ভাষা শিখার আগ্রহ হবে স্বাভাবিক। ফলে অল্প দিনে তারা ভাষা আয়ত্ব করতে পারবে। শুরুতে যদি হরফ সম্পর্কে একটা ভীতি ও জটিলতা সৃষ্টি হয়, তাহলে স্বাভাবিক ভাবে আগ্রহে ভাটা পড়বে।

সংস্কৃতের প্রভাবে বাংলা হরফ বা বর্ণমালায় সৃষ্টি হয়েছে নানান জটিলতা যা আয়ত্ব করতে একজন শিক্ষার্থীকে রীতিমত হাপিয়ে উঠতে হয়। এই জটিলতা থেকে বাংলা হরফকে মুক্ত করার জন্য আমাদের একজন শ্রেষ্ঠ কবি 'ফর্‌রুখ আহ্‌মদ' হরফের ছড়া লিখে একটি বুনিয়াদী কাজ করেছেন। হরফগুলোকে সু-পরিচিত চিত্র, বর্ণ ও সুরের সংগে-সংগতি রেখে তিনি হরফের ছড়া লিখেছেন। শিক্ষার্থী শিশু হোক কিম্বা বয়স্ক হোক তাকে তার পরিচিত শব্দ-বর্ণ, জীব-জন্তু, পাখ-পাখালী ও ফল-ফুলের ভীড়ের মধ্যে নিয়ে কবি রং ও সুরের মহোৎসব সৃষ্টি করেছেন। যে কারণে হরফের ছড়া বইটি শিক্ষার্থীদের জন্য অতি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। ছড়া শিখতে গিয়ে ছড়ার মাধ্যমে দেশের জীব-জন্তু, ফল-ফুল, সুর ও রং এর ভোজ সভায় সকলে মশগুল হবে এতে সন্দেহ নেই। পড়তে পড়তে দেশকেও চেনা হয়ে যায়। এই উদ্দেশ্য নিয়ে কবি হরফের ছড়া বইটি রচনা করেছেন । আজকের যে শিশু সে-ইতো আগামীকালের নাগরিক। তাদের ভবিষ্যত চিন্তা করেই কবি এ মহান দায়িত্বটি পালন করেছেন। তিনি বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তার এই রচনা দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের প্রতি তার স্নেহ ও মমতারই প্রকাশ। যে কোন পিতা-মাতা ও শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী শিশুদের হাতে এই বই দিয়ে কবির মহৎ উদ্দেশ্যকে সফল করতে চেষ্টা করবেন, এই বিশ্বাস ও আশা করা যায়। কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ এখন বেঁচে নেই কিন্তু তার সাহিত্য বেঁচে আছে। শিশুদের জন্য তার হরফের ছড়া চিরকাল একটা প্রিয় বস্তু হয়ে থাকবে।

হরফের ছড়া

অধ্যাপক শাহেদ আলী
০৯-১২-৯৯

অ

অ য়ে অতসী-তিসির মাঠ,
অশথ গাছের সামনে হাট,
অলিগলি শহর চাই,
অলিগলি শহর পাই॥

আ

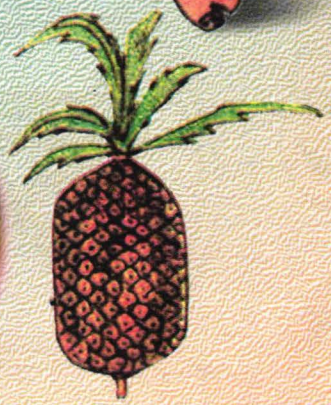

আ য়ে আনারস, আম বাগান,
আস্‌মানী রঙ ফুলটা আন,
আস্‌মানী রঙ মন টানে;
আ যেতে চায় আসমানে॥

ই

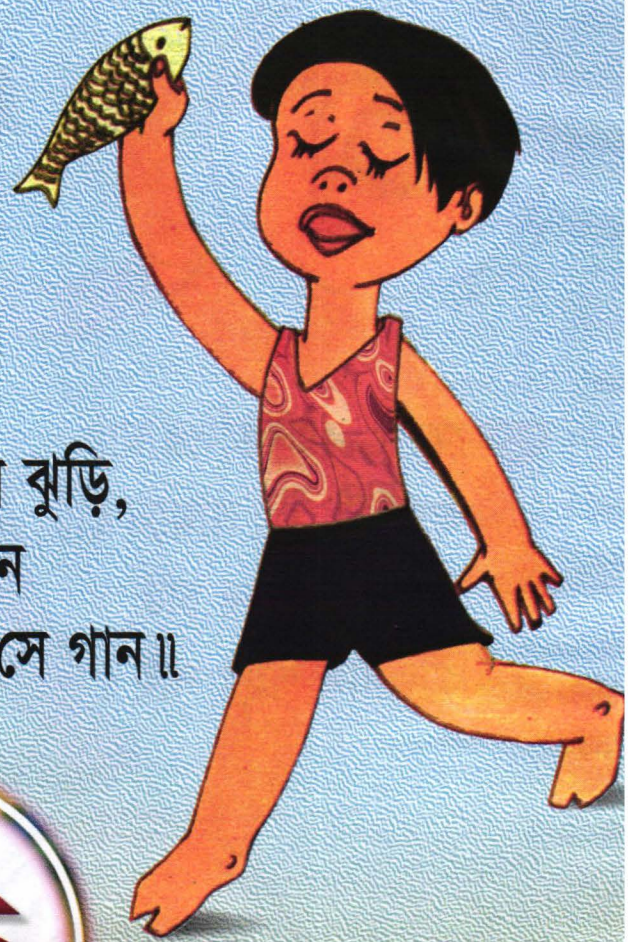

(হ্রস্ব) ই কয় ঃ ইলশেগুড়ি
ইলিশ মাছে ভরবে ঝুড়ি,
ইষ্টিশানে মিষ্টি পান
ইলিশ কিনে গায় সে গান ॥

ঈ

(দীর্ঘ) ঈ যায় ঈদগায়,
ঈদ এসেছে রাঙা নায়,
নতুন চাঁদের বাঁকা নায়;
(দীর্ঘ), ঈ যায় ঈদগায় ॥

উ

হ্রস্ব **উ** টা উড়ছে,
রঙিন কাগজ ছুঁড়ছে,
উই পোকাটা বলে ঃ এবার
উড়োজাহাজ ঘুরছে॥

ঊ

(দীর্ঘ) **ঊ** টা ঊষাতে
রাঙ্‌লো দিনের ভূষাতে,
ঊষার হাসি ভোর বেলা
দেখছি দিনের রঙ খেলা॥

ঋ

ঋ তে ঋষভ- ষাঁড়টা
বাঁকিয়ে রাখে ঘাড়টা
সারাটা দিন চায় খেতে
লড়াই নিয়ে রয় মেতে॥

এ

এ চলেছে এঞ্জিনে
এলাচ দানা, রং কিনে,
থামার কথা নাই যে
একটানা যায় তাই সে॥

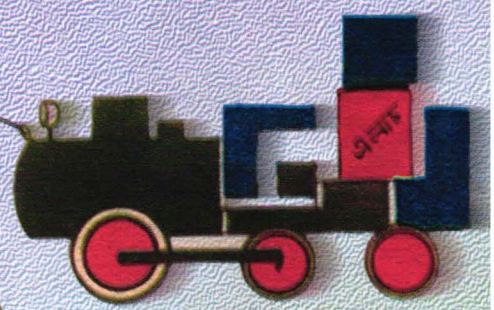

ঐ

ঐ ধরেছে ঐকতান,
ব্যাঙরা বলে ঃ মজার গান,
অনেক মুখে একটা সুর
যায় ছাড়িয়ে পথটা দূর॥

ও

ও শুনেছে ওদের কাছে
ওড়না, রাঙা আয়না আছে,
ও ধরেছে বায়না
ওড়না ছেড়ে আয় না ॥

ঔ

ঔ কাঁদে রাত দিন
পুরোপুরি সাত দিন,
ঔষধ খায় নি
রোগটাও যায় নি ॥

অ আ ই ঈ

উ ঊ ঋ এ

ঐ ও ঔ

ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল	ব	শ
ষ	স	হ	ড়	ঢ়
য়	ৎ	ং	ঃ	ঁ

ক য়ের কাছে কলমি লতা,
কলমি লতা কয় না কথা,
কোকিল ফিঙে দূর থেকে
কলমি ফুলের রঙ দেখে ॥

খ কে নিয়ে খেঁক শিয়ালী
যায় পালিয়ে কুমারখালি
পাখ-পাখালি খবর পেয়ে
খরগোসকে দেয় জানিয়ে ॥

গ

গ য়ের খেলা গোল্‌লাছুট,
জিতলে চানা, হারলে বুট,
তোমরা খাবে কুটুর কুট,
আমরা খাব মুটুর মুট ॥

ঘ

ঘ য়ে ঘোড়া এল যেই
খোঁড়া হ'ল সকলেই,
কালো ধলো দুই ঘোড়া
দু'য়ে মিলে এক জোড়া ॥

ঙ

ঙ জানে রঙ ঢঙ,
রঙ নিয়ে খেলে সঙ,
লিকলিকে সরু-ঠ্যাং
লাফ দেয় কোলা ব্যাঙ ॥

চ

চ য়ে চাঁদ চৌপর
জেগে রয় রাত ভর,
চড়ুইয়ের বাসাটায়
চাঁদ এসে ঘুরে যায় ॥

ছ

ছ য়ে ছড়ার শহরে
সুর উঠেছে নহরে,
রং তামাশা হাজারে
ছড়া ছবির বাজারে ॥

জ

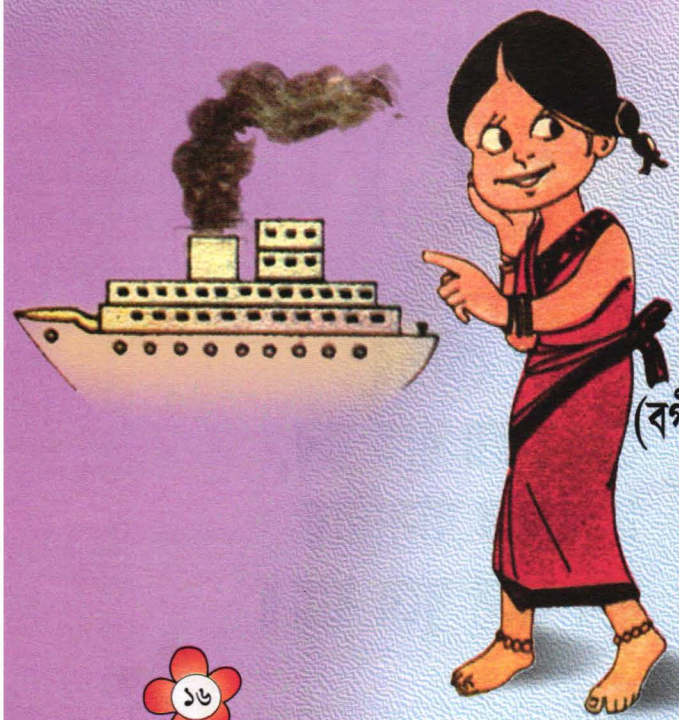

(বর্গীয়) জ য়ে জামদানি
জাহাজ ঘাটে আমদানি;
দূর পাহাড়ে ফুল ফুটেছে
রঙটা নাকি জাফরানি ॥

ঝ

ঝ য়ের পাশে ঝিঙে,
ঝিঙে লতায় ফিঙে
ঝিঙে লতা জড়িয়ে গেলো
কালো গরুর শিঙে ॥

ঞ

ঞ র পাশে মিঞ
ব'লছে ইঁদুর দিয়ো,
বল্‌ছে বিড়াল মিঞাউ, মিঞাউ
কাঁদলে কোলে নিয়ো ॥

ট

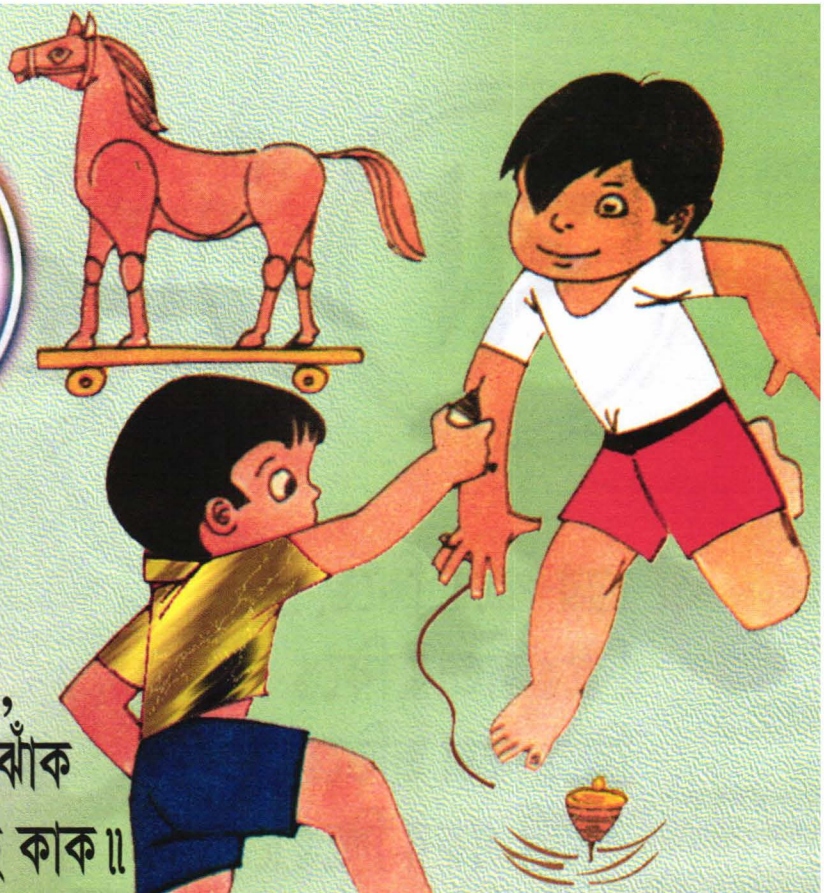

ট য়ের পাশে টাট্টু,
খেলছে ওরা লাট্টু,
টয়ের কাছে টিয়ার ঝাঁক
অবাক হ'য়ে দেখছে কাক॥

ঠ

'ঠ য়ের মেজাজ খাট্টা কেন?'
'তোমারা কর ঠাট্টা কেন?'
কাঠে কেন ঠোকর দিয়ে
কাঠ-ঠোকরা যায় পালিয়ে॥

ড

ড য়ের কাছে ডুগডুগি
বানর এসে দেয় উঁকি,
ডুগডুগিটা বাজবে
বানরটা ফের নাচবে ॥

ঢ

ঢ য়ের পাশে ঢাকা
কথাটা নয় ফাঁকা
ঢাকা শহর পাশে রেখে
বইছে নদী বাঁকা ॥

ণ

ণ য়ের মাথা
যায় না মোটেই কাটা,
হাসলে মণি পড়ে,
কাঁদলে মানিক ঝরে ॥

ত

ত য়ের কাছে তারা
তাকায় পলক হারা
সকল তারা গুণতে গিয়ে
রাত হ'য়ে যায় সারা ॥

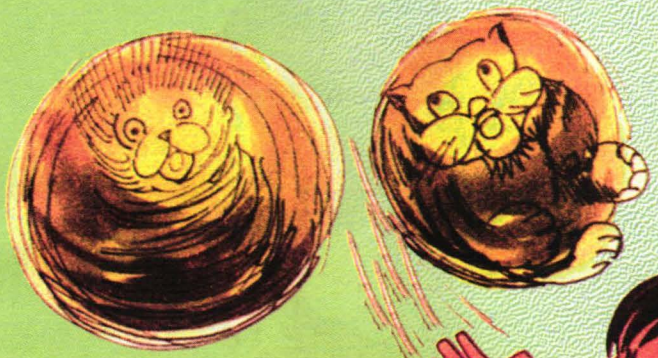

থ

থ য়ে থাবার জোরে
বাঘ সিংহ ঘোরে,
ভয় পায় না কাউকে, আওয়াজ
তোলে জোরে শোরে ॥

দ

দ য়ের কাছে দেয়ালে
দোয়েল নামে খেয়ালে,
ফুল ফুটেছে দোপাটি,
বাঁধছে খুকু খোঁপাটি ॥

ধ

ধয়ের কাছে ধান খেতে
ওঠে আমার মন মেতে,
ধকে নিয়ে ধু ধু মাঠ
ধূলা বালির রাজ্যপাট ॥

ন

(দন্ত) নয়ে নাও খানা
যায় ছাড়িয়ে গাঁও খানা,
নদী নালার পথ ধ'রে
নাও চলে কার নাইওরে ॥

প

প ভুলেছে পিঠাতে,
পিঠার সোয়াদ মিঠাতে,
পিঠা নিয়ে চল্‌ছি
পুকুর পাড়ের ভিটাতে ॥

ফ

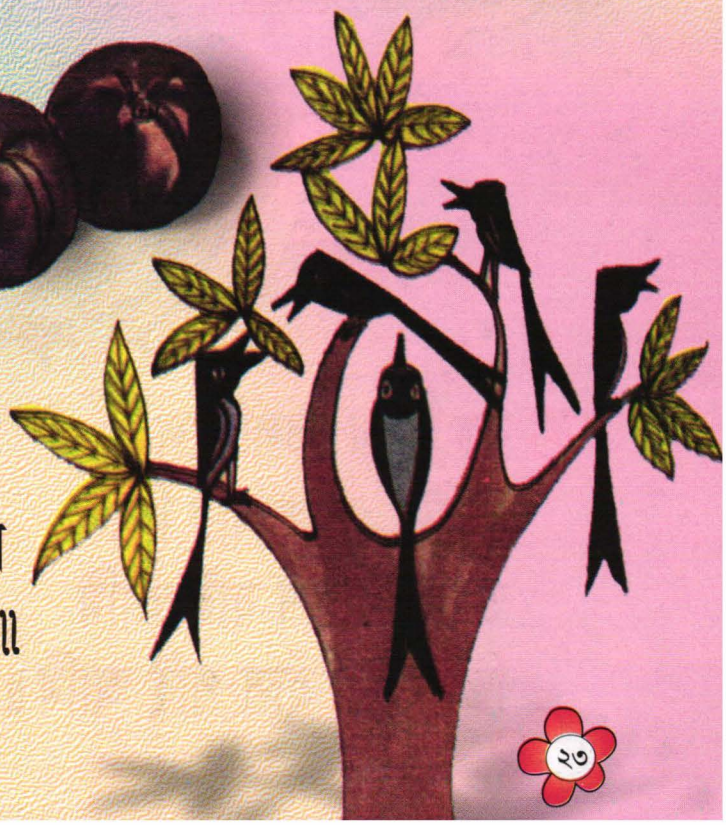

ফ য়ের কাছে ফল্‌সা,
ফল্‌সা গাছে জল্‌সা,
জল্‌সা হবে আজ যে
ফিঙে পাখীর রাজ্যে ॥

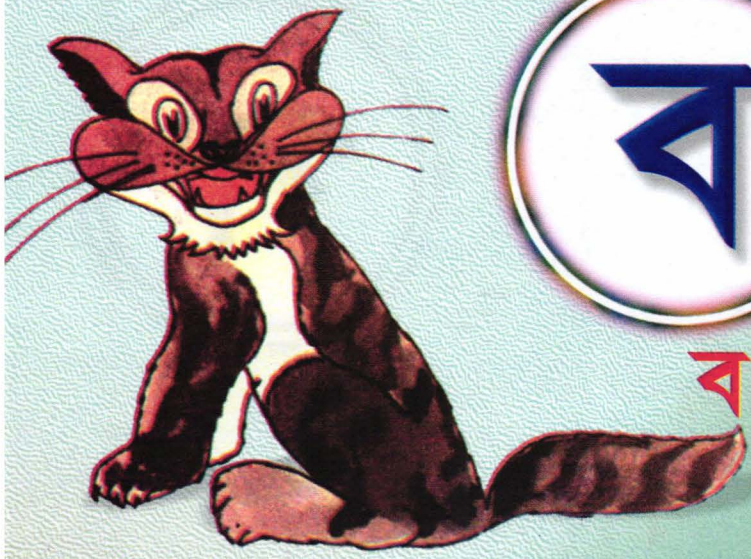

ব

ব য়ের কাছে বন বিড়াল
আনলো ডেকে সাত শিয়াল,
বোল-বোল-বোল আমের বোল
বাদুড় এসে বাজায় ঢোল ॥

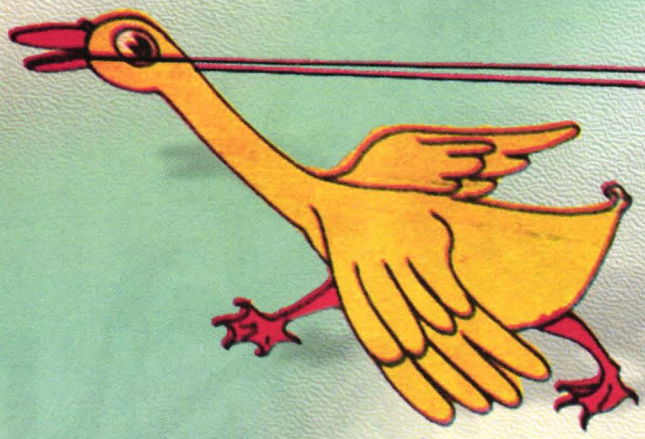

ভ

ভ কে নিয়ে ভিলভিলে
ভাটির দেশে যায় বিলে,
ভাটির দেশে যাই আমি
ভিলভিলে হাঁস পাই আমি ॥

ম

ম য়ে মেহেদী ফুলে
মৌমাছিরা দুলে,
মৌচাকটা দেয় পাহারা
ঝড় বৃষ্টি ভুলে ॥

য

(অন্তঃস্থ) য য়ে যুদ্ধ
করল রে দেশ সুদ্ধ,
লড়াই করার ভঙ্গী
শিখলো সকল জঙ্গী ॥

র য়ের কাছে রঙের রাজা
খায় দেড় মণ পাঁপর ভাজা,
র য়ের কাছে রঙের রাণী
তাই দেখে দেয় চোখ রাঙানি ॥

ল য়ের কাছে লেজ তুলে
পুষি বিড়াল যায় দুলে,
ল য়ের কাছে লাল লাঠি
ল যেতে চায় ঝালকাঠি ॥

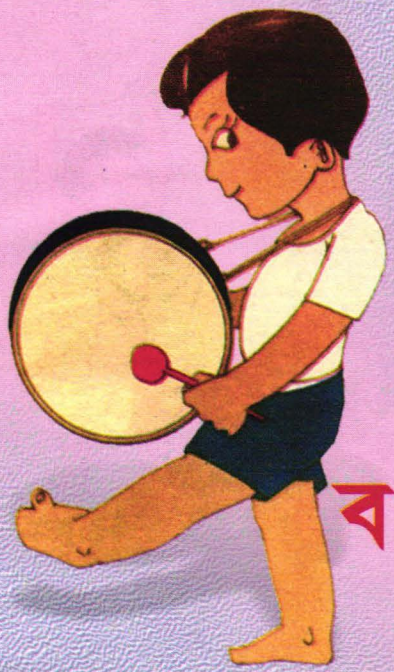

ব

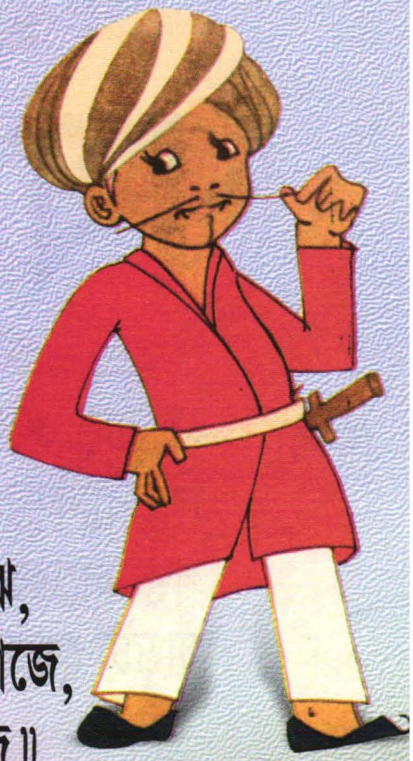

ব য়ের পাশে বাজ্‌না বাজে,
জাগলো সাড়া পথের মাঝে,
সাজলো খোকন বীরের সাজে,
ব য়ের পাশে বাজ্‌না বাজে ॥

শ

(তালব্য) শ শহরে
দেখে রাতের পহরে
বিজলি বাতির ঝিলিমিলি
পথের পাশে নহরে ॥

ষ

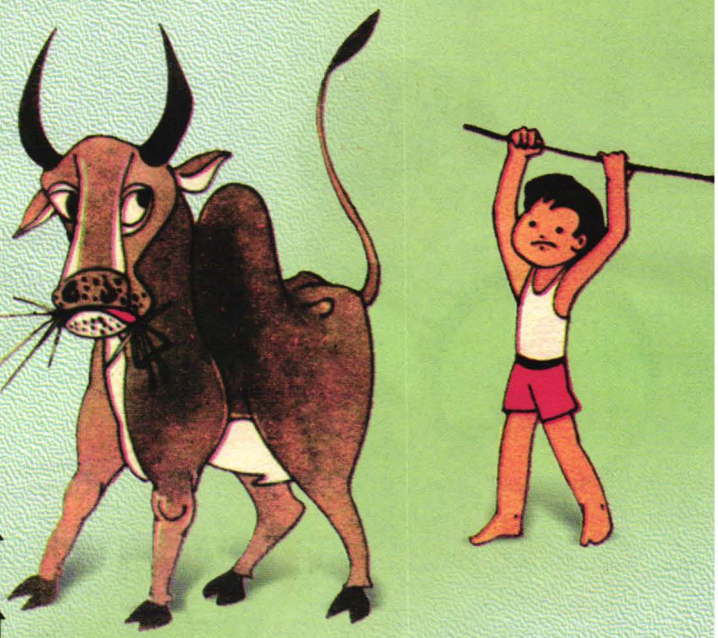

(মুর্ধন্য) **ষ** য়ে ষাঁড় এলো,
শিং বাঁকিয়ে খড় খেলো
শক্ত হাতের লাঠি দেখে
ষাঁড়টা শেষে ভয় পেলো ॥

স

(দন্ত্য) **স** য়ে সমুদ্দুর,
সাগরটা ভাই নয় তো দূর,
জাহাজগুলো রাত শেষে
সাত সাগরে যায় ভেসে ॥

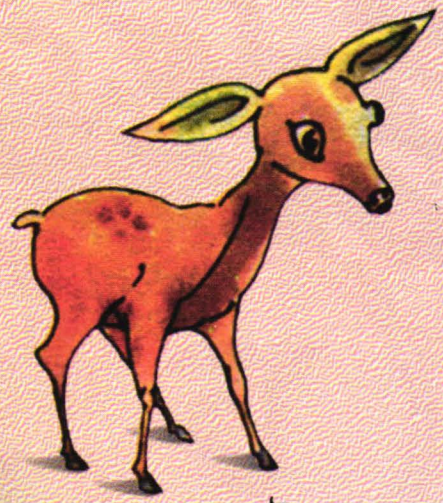

হ

হয়ের পাশে হাটুরে,
তার পাশে এক কাঠুরে,
তার পাশে এক হরিণ ছানা
দেখতে বড় আদুরে॥

ড়

ড়টা রেগে যায় তেড়ে
মেঘের সাথে ডাক ছেড়ে,
কড়-কড়াকড়-কড়াং কড়
ড় কে নিয়ে আস্‌লো ঝড়॥

ঢ়

ঢ় এসে কয় ঃ আষাঢ় মাস
মেঘরা যেন জংলা হাঁস
আস্‌মানী রঙ ঢাকলো,
সবুজ পাতা জাগলো ॥

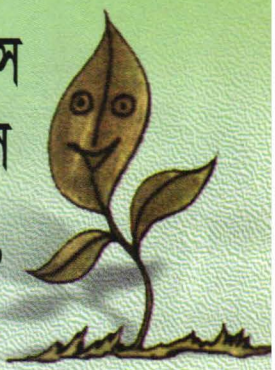

য়

(অন্তঃস্থ) য় য়ে বায়না,
আজ ভোরে চাই আয়না,
কাল দিয়ো ফের গয়না,
পরশু দিয়ো ময়না ॥

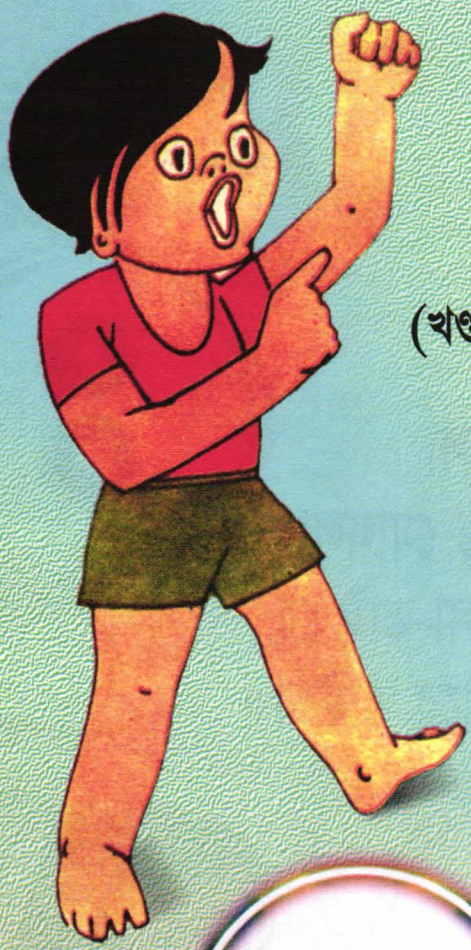

ৎ

(খণ্ড) ৎ য়ের সাথে
ঝগড়া হ'ল রাতে,
হঠাৎ রেগে উঠে
(খণ্ড) ৎ যায় ছুটে ॥

ং

(অনুস্বার) ং য়ে সং
দেখিয়ে গেলো রং,
ঢঙঢঙিয়ে ঘন্টা বাজে
ঢাং.... ঢং ... ঢং... ॥

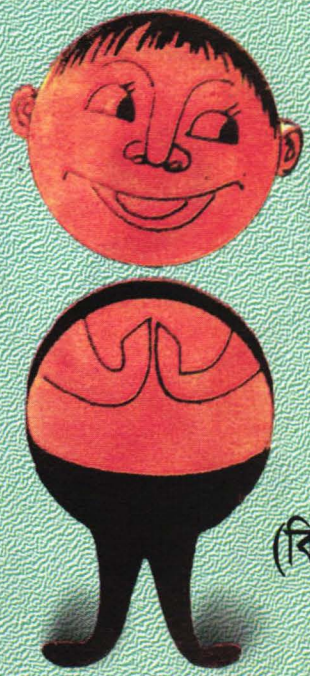

(বিসর্গ) ঃ দুই গোল্‌লা
বলেন বড় মোল্‌লা
দুঃখ গেলো ভাই রে;
তাইরে নারে তাইরে॥

(চন্দ্রবিন্দু) ঁ চাঁদে
একলা ব'সে কাঁদে
খুকুর ছড়ায় খুশী হ'য়ে
দেয় সে ধরা ফাঁদে॥

হরফের ছড়া

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ